১৪২

দৈনিক খবর

তারিখ — 28 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সংসদে উদ্বেগ ঃ

দেশে সরকার আছে বলে মনে হয় না

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যেকার সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং ছাত্র নিহত হবার ঘটনায় গতকাল জাতীয় সংসদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে সংসদের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, আমরা উদ্বিগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তবে এ ঘটনার সাথে কোন অবস্থায়ই ছাত্রদল জড়িত নয়।

সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতাদের উপর হামলা করা হয়েছে।

বিরোধী দলের অন্যান্য নেতা বলেন, রাজধানীতে বন্দুক যুদ্ধের পর দেশে

৭–এর পাতায় দেখুন

দেশে সরকার আছে বলে মনে হয় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার আছে– একথা আর বিশ্বাস করা যায় না।

জাতীয় সংসদে গতকালের অধিবেশনে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দুকযুদ্ধ এবং ছাত্র নিহত হবার ঘটনাটি উথাপন করেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বিষয়টি উথাপন করে তিনি বলেন, এ ঘটনা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিবৃতি দাবী করছি।

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠক আজ সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত হবে বলে সংসদকে জানান। মীর্জা হাফিজ এ কমিটির সভাপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গতকালের ঘটনার উপর বিরোধী দলের আরো ৮ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। এ জন্য সকলের আন্তরিকতা প্রয়োজন। জাতীয় দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। এ দায়-দায়িত্ব সকলকে নিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আজ অপরাহ্নে অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ডাকসু অফিস ও ছাত্রদলের উপর হামলা চালায়। যার ফলে কয়েকটি জীবন ঝরে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের জঘন্য সন্ত্রাসের নিন্দা করছি। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য এটা হয়নি। ছাত্রনেতা ও শিক্ষকদের সাথে আমার বৈঠক হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে তাঁরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও ঘটনা ঘটলো। এটা সন্ত্রাস। এ অপবাদ কেবল সরকারের নয়, সকল দলের এবং ৩০০ সদস্যেরও।

বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়; সারাদেশেই এমন সন্ত্রাস হচ্ছে। গত ৭ মাসে বহুবার এমন হয়েছে। যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা মোকাবেলা করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে কেবল নয়, সন্ত্রাস দেশকে গিলে ফেলেছে। আমরা সন্ত্রাসের অবসান চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রদলের পক্ষে একটা বিবৃতি দিয়েছেন মাত্র। উনি ঘটনা জানেন না, তা তাঁর বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সংসদে বসে আলোচনা করবো আর এভাবে ছাত্রদের প্রাণ যাবে তা হতে পারে না। আইনের শাসন কায়েম করতে হলে সন্ত্রাস মোকাবেলা করতে হবে। তা না হলে কারো অস্তিত্ব থাকবে না।

জাতীয় পার্টির ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে। আমরা কমিটি করেছি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু সন্ত্রাস হচ্ছেই। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে। সারাদেশের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ৪টি প্রাণ গেল। এখন তো আর স্বৈরাচার ক্ষমতায় নেই, এ দায়িত্ব কে নেবে? এখন তো দেশে গণতান্ত্রিক সরকার, সরকারকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে।

আওয়ামী লীগের সালাহউদ্দিন ইউসুফ বলেন, ৭ মাস ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবস্থা বিরাজমান। রোম যখন জ্বলে নিরো তখন বাঁশি বাজায়। সরকারের অবস্থা হয়েছে তাই। ৪টি প্রাণ ঝরে গেল। এ সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ বলেন, দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। আজকের ঘটনা তার প্রমাণ। ৩টি তাজা প্রাণের অবসান হোল। রাজশাহী ও যশোরে বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। এ জন্য জনগণ আন্দোলন করেনি।

গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। তাজা প্রাণ বারবার ঝরে যাচ্ছে আর আমরা বসে বসে দেখবো, তা হয় না। আমরা নিরাপত্তাহীন থাকতে চাই না, সরকারের বক্তব্য দাবী করছি।

আওয়ামী লীগের এডভোকেট আসাদুজ্জামান বলেন, কেবল ঢাকায় নয়, সারাদেশে একই অবস্থা। যশোর ও খুলনায় যুদ্ধ চলছে, মাগুরায় যুদ্ধ হয়েছে। বুলেট আদালতে গেছে। এ বুলেট আসে কোথেকে?

এনডিপি'র সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, আজ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির একটা নমুনা দেখলাম। ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ দেশে সরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। আছে একটামাত্র সরকার, তা হলো জমিরউদ্দিন সরকার।

আওয়ামী লীগের সুধাংশু শেখর হালদার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক যুদ্ধ চলাকালে সুপ্রীম কোর্টের ৬ নম্বর কোর্টে রাইফেলের একটা বুলেট পাওয়া গেছে। সেটি এখন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আছে। মাননীয় স্পীকারের নিকট এটি দেয়া হবে বলে আমি আশা করি।

আওয়ামী লীগের শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন মারা গেছে। আহত হয়েছে ৭ জন। সেখানে দুপুর থেকে বন্দুক যুদ্ধ চলছে। সরকারী দলের ছাত্ররা যদি এ অবস্থার সৃষ্টি করে তাহলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ছাত্রদলের কর্মীরা এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।